দৈনিক খবর 169

তারিখ 15 MAY 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

খবর-এর সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার

ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্বকে ক্যাম্পাসে উল্লাসমুখর সংবর্ধনা

● শাহেদ চৌধুরী ● আনন্দ-উল্লাস ও স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে গতকাল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (মঈনু-ইকবাল) নয়া নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছেন। দায়িত্ব গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতার পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনন্দের কমতি ছিল না।

এদিকে 'দৈনিক খবর'-এর এই প্রতিবেদককে দেয়া সাক্ষাৎকারে ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা, দশ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন, একাত্তরের ঘাতক দালালদের নির্মূল ও শেখ হাসিনার নেত্রীত্বে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালেই ছাত্রলীগের নয়া নেতৃত্বের আগমনের কথা ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্র-ছাত্রীরা মধুর কেন্টিনে সমবেত হয়। দুপুরের দিকে

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

ছাত্রলীগের নতুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শাহে আলম ও সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল নতুন নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ক্যাম্পাসে পৌছুলে সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা বিপুল করতালির মাধ্যমে তাদের স্বাগত জানায়। এর পর নতুন নেতৃত্বকে নিয়ে ক্যাম্পাসে বের করা হয় এক বিশাল আনন্দ মিছিল। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে গতকালের ছাত্রলীগের মিছিলটি ছিল সর্বচাইতে বড়।

'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'-গগনবিদারী এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে মিছিল শেষে মধুর কেন্টিনের সামনে ছাত্রলীগের নতুন নেতৃবৃন্দকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শাহে আলম নতুন নেতৃত্বকে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয়পর্ব অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল। ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্বকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় তাদের বিপুলভাবে মাল্য ভূষিত করা হয়। এ সময় নয়া নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী (মঈনু), সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম ইকবাল, যুগ্ম-সম্পাদক ইকবাল হোসেন অপু, ইসহাক আলী খান পান্না, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল হক শাকিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি খিজির হায়াত মোহাম্মদ লিজু, সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ ও সাংগঠনিক সম্পাদক বাহাদুর বেপারী।

পরিচয়পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্থাপিত বেশ কয়েকজন শহীদ ছাত্রনেতার স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে তাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য এবং শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। নেতৃবৃন্দ সূর্যসেন হলের সামনে এইচ এম ইব্রাহিম সেলিম (১৯৮৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী সাবেক এরশাদ সরকারের পুলিশের গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হয়ে নিহত) হাজী মুহম্মদ মহসীন হলে প্রধান ফটকে রাউফুন বসুনিয়া (১৯৮৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন সরকারের ছাত্র সংগঠন নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের গুলীতে নিহত), জহুরুল হক হলের সামনে শহীদুল ইসলাম চুন্নু (১৯৯০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদলের গুলীতে নিহত), কাজী দেলোয়ার হোসেন (১৯৮৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী সাবেক এরশাদ সরকারের পুলিশের গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হয়ে নিহত), শামসুন্নাহার হলের সামনে মনিরুজ্জামান বাদল (১৯৯২ সালের ৯ই জানুয়ারী অজ্ঞাত আততায়ীর গুলীতে নিহত), টিএসসি চত্বরে মিজানুর রহমান মিজান (১৯৯১ সালের ৩১শে নভেম্বর ছাত্রদলের গুলীতে নিহত), মঈন হোসেন রাজু এবং ১৯৯০ সালের ২৭শে ডিসেম্বর অজ্ঞাত আততায়ীর গুলীতে শহীদ ডাঃ শামসুল আলম খান মিলনের স্মৃতি স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে এক মিনিট করে নীরবতা পালন করেন। এদিকে নব নির্বাচিত নেতৃত্ব গত বুধবার মধ্য রাতে বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহে আলম, অসীম কুমার উকিল, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু ও এস এম কামাল হোসেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব হাজারও কর্মীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ব্যস্ততা সত্ত্বেও 'দৈনিক খবর'কে তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। নিম্নে সেটা পত্রস্থ করা হলো-

মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী (মঈনু)

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী (মঈনু) বলেন, এত বড় সংগঠনের দায়িত্ব নেয়ার পর আমার অনুভূতি ভালই লাগছে। ছাত্রলীগের এবারকার সম্মেলনে তরুণ নেতৃত্ব নৃতৃত্বে এসেছে, এটা ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সহযোগিতা করবে। ছাত্রলীগের তরুণ নেতৃত্ব ছাত্র সমাজের মাঝেও ব্যাপক ইমপেক্ট সৃষ্টি করেছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা প্রাথমিক কিছু কাজ শেষ করে বর্তমান সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা, ছাত্র সমাজের দশ দফা বাস্তবায়ন ও সন্ত্রাস নির্মূলের আন্দোলন অব্যাহত রাখবো। আমরা দেশের বর্তমান অস্ত্র নির্ভর অসুস্থ রাজনীতির বিরুদ্ধে সুস্থ রাজনীতির অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টাকরবো।

ইকবালুর রহিম ইকবাল

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম ইকবাল বলেন, ছাত্রলীগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জননেত্রী শেখ হাসিনার আকাংখা অনুযায়ী নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে ছাত্র নেতৃত্ব গড়ে তোলার অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়ে আমরা এত বড় সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছি। এ সিদ্ধান্ত ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে গৌরব সৃষ্টি করলো।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার নব্য স্বৈরাচারিণী রূপে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতায় '৭১-এর পরাজিত ঘাতকদের সাথে আঁতাত করে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে অগণতান্ত্রিক কাজ করছে। ছাত্র সমাজের ১০ দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ছাত্রদের স্বপ্নকে ধুলিসাৎ করেছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জামায়াত-শিবির দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকির সৃষ্টি করেছে। আমরা আপনাদের সকলের ভালবাসার আশ্রয়ে এই জনপদের ছাত্র-জনতার আকাংখার মিছিলে সরকারের এই সব অপকর্মের বিরুদ্ধে সাহসী নেতৃত্ব দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

ইকবাল হোসেন অপু

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক ইকবাল হোসেন অপু দলীয় নেতা-কর্মীদের মুক্তি দাবী করে বলেন, আমরা ছাত্র সমাজের প্রাণের দাবী ১০ দফা আদায়ে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। কিছুতেই এর অন্যথা হবে না।

ইসহাক আলী খান পান্না

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, একাত্তরের ঘাতক দালাল জামায়াত-শিবিরের রাজনৈতিক বিচরণ আমরা সহ্য করবো না। আমরা এদের বিতাড়িত করবোই।

মাহবুবুল হক শাকিল

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল হক শাকিল বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেত্রীত্বে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধের লক্ষ্যে রাজপথে লড়াই করে যাবো-এটাই আমার অঙ্গীকার।

খিজির হায়াত মোহাম্মদ লিজু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি খিজির হায়াত মোহাম্মদ লিজু বলেন, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা ছাত্র সমাজের রক্তস্নাত দশ দফা বাস্তবায়নের জন্যে ছাত্র সমাজকে নিয়ে আন্দোলন গড়েতুলবো।

পংকজ দেবনাথ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ বলেন, আমরা সুস্থ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযমের বিচারের দাবীকে ত্বরান্বিত করবো। এ স্থান হতে আমরা কিছুতেই পিছপা হবো না।

বাহাদুর বেপারী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাহাদুর বেপারী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।